Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 04-04-2026 14:53 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২০ চৈত্র ।। ১৪৩২।। শনিবার ৪ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো
সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 04-04-2026 14:53 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২০ চৈত্র ।। ১৪৩২।। শনিবার ৪ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

শিগগিরি 'ঘর ওয়াপসি' পাক অধিকৃত কাশ্মীরের! দাবি উপত্যকার ইমাম সংগঠন প্রধানের

মহারাষ্ট্রে মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনা, অন্ধকারে কুয়োয় পড়ে মৃত ৬ শিশু-সহ ৯

ভোট-প্রস্তুতির খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখবেন খোদ সিইও, আজ থেকেই জেলায় জেলায় টহল

তৃণমূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, মৌসমকে কড়া হুঁশিয়ারি মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মালদহের মাটি থেকে দলত্যাগী নেত্রী মৌসম নুরকে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার মালতিপুরের জনসভা থেকে তিনি স্পষ্ট জানান, যাকে ভরসা করে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছিল, সেই মৌসমই এখন দলের পিঠে ছুরি মেরেছেন। পলাতকদের মানুষ ক্ষমা করবে না বলে কড়া হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এদিন মানিকচক, মালতিপুর এবং গাজলে পর পর তিনটি জনসভা করেন তৃণমূল নেত্রী। মালতিপুরের প্রার্থী আব্দুর রহিম বক্সী ও রতুয়ার সমর মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে তাঁর সভা ছিল নজরকাড়া। মৌসম নুরের দলবদল নিয়ে কার্যত ক্ষোভ উগরে দেন মমতা। তাঁর সাফ কথা, 'নিজে জীবনে রাজ্যসভায় যেতে পারিনি। ওকে পাঠিয়েছিলাম! তবু বিরোধিতা করল!' নেত্রী মনে করিয়ে দেন, মৌসম ভোটে লড়ে জিততে পারেননি, বরং তৃণমূলের বিধায়কদের ভোটে এবং তাঁর নিজের সমর্থন নিয়ে রাজ্যসভায় গিয়েছিলেন। মমতা বলেন, 'ভোটের আগে তিনি অন্য দলে গিয়েছেন। তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু পলাতকদের মানুষ ক্ষমা করবে না। এত সুযোগ পাওয়ার পরেও দলের বিরোধিতা ভোটের সময়! ভোট যেন না পায়।' ভোটারদের আশ্বস্ত করে মমতা জানান, তৃণমূলকে ভোট দিলে কেউ ঠকবেন না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বাড়ানো থেকে শুরু করে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ও স্বাস্থ্যসাথীর সাফল্যের কথা তুলে ধরেন তিনি। তবে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও অফিসারদের বদলি নিয়ে মেজাজ হারান নেত্রী। নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে বিঁধে তাঁর তোপ, 'অত্যাচার-স্বৈরাচার কখনও দেখা যায়নি। মিথ্যেচারই বিজেপির আচার।' মানুষের ক্ষোভের কথা স্বীকার করেও নেত্রী মনে করান, চাঁচলে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল তৃণমূলই করেছে।কংগ্রেস ও বামেদের ভোট না দেওয়ার আরজি জানিয়ে মমতা প্রশ্ন তোলেন, 'লোকসভার পর বিধানসভাতেও কি এখানকার মানুষ কংগ্রেস আর বিজেপিকে ভোট দেবে? আমরা কি খাবি খাব?' পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে সরব হয়ে তিনি নিজেকে 'সেন্টিমেন্টাল' বলে দাবি করেন। সাফ জানান, তৃণমূলকে ভোট না দিলে তিনি মানুষের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেন না। গণতন্ত্র রক্ষায় প্রয়োজনে দিল্লি যাওয়ার হুঙ্কারও দেন নেত্রী।

সভা শেষে নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে মমতার আবেদন, 'আমসত্ত্বের উপহার যেন এবার তৃণমূল পায়।' বক্তৃতার শেষে স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে নাচের ছন্দে পা মিলিয়ে প্রচারের সুর বেঁধে দেন তৃণমূল সুপ্রিমো। ফাইল ফটো।

শাহকে চ্যালেঞ্জ মমতার

তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ গেছে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ান

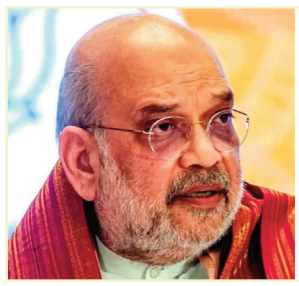

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটার তালিকা থেকে গণহারে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে মালদহের মানিকচক থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সরাসরি সংঘাতের চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার এনায়েতপুরের জনসভায় দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক মেজাজে তিনি বলেন, 'চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহ এখানে নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের সঙ্গে কথা বলুন।' বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম তালিকা থেকে উধাও হওয়া নিয়ে কমিশনকেও তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। ক্ষোভের সুরে দলনেত্রীর প্রশ্ন, 'এতজনের নাম বাদ গেলে ভোট কে দেবে? ভ্যানিশ কুমার?'এদিন মানিকচকের সভা থেকে বিজেপি সরকারকে 'নাম কাটার, দুরাচারী সরকার' বলে তোপ দাগেন মমতা। উপস্থিত জনতার একাংশ হাত তুলে তাঁদের নাম বাদ যাওয়ার কথা জানালে স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি। সরাসরি তোপ দেগে জানান, বিজেপির নির্দেশেই বেছে বেছে সংখ্যালঘু এলাকার নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। গেরুয়া শিবিরকে বিঁধে তাঁর আক্রমণ, 'বিজেপি কোনও ধর্ম মানে না। ওদের ধর্ম দাঙ্গা করা।'যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আইনি লড়াইয়ের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। 'ডিলিটেড' ভোটারদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, আপনারা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করুন। তবে একইসঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'বিচারপতিদের কাছে যাবেন না।' দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, প্রচারের পাশাপাশি প্রতিটি বাদ যাওয়া ভোটারকে ফর্ম পূরণ ও আইনি কাজে সাহায্য করতে হবে।মোথাবাড়ির অশান্তি প্রসঙ্গে বহিরাগত তত্ত্ব টেনে আনেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁর দাবি, বাইরে থেকে এসে লোক ঝামেলা করছে আর গ্রেফতার হতে হচ্ছে স্থানীয়দের। সব মিলিয়ে ভোটের মুখে মালদহ থেকে এনআরসি বা ভোটার তালিকা সংশোধন ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার ও কমিশনকে একযোগে বিঁধে সুর চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লড়াইয়ের ময়দানে ভোটারদের শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়ে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, তৃণমূল এই বঞ্চনার শেষ দেখে ছাড়বে।

লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ ভোট, জেলা সফরে সিইও

ভোটের প্রস্তুতি ও নিরাপত্তার কড়া নজরদারিতে এবার সশরীরে ময়দানে নামছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। শনিবার থেকেই জেলা সফর শুরু করছেন তিনি। কমিশনের লক্ষ্য একটাই, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। এই সফরের প্রথম গন্তব্য পূর্ব মেদিনীপুর।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের প্রস্তুতি ও নিরাপত্তার কড়া নজরদারিতে এবার সশরীরে ময়দানে নামছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। শনিবার থেকেই জেলা সফর শুরু করছেন তিনি। কমিশনের লক্ষ্য একটাই, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। এই সফরের প্রথম গন্তব্য পূর্ব মেদিনীপুর। সেখানে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মনোজ। খতিয়ে দেখবেন গাইডলাইন মেনে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত হয়েছে কি না। ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল রাজ্যের ২৯৪টি আসনে ভোটগ্রহণ। ফলপ্রকাশ ৪ মে। কমিশন সূত্রে খবর, মালদহে বিচারকদের আটকে বিক্ষোভের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত জল গড়িয়েছে। আদালতের নির্দেশে ওই ঘটনায় এনআইএ তদন্ত শুরু হয়েছে। খোদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করে প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। জ্ঞানেশের কড়া বার্তার পরেই নড়েচড়ে বসেছেন সিইও। জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে কমিশন বদ্ধপরিকর।' তারই অঙ্গ হিসেবে জেলায় জেলায় ছুটবেন মনোজ।

এবার নজিরবিহীনভাবে কম দফায় ভোট হচ্ছে বাংলায়। প্রস্তুতির কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না কমিশন। ইতিমধ্যেই সরানো হয়েছে বহু শীর্ষ কর্তাকে। নিয়োগ করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক পর্যবেক্ষক। সঙ্গে থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রতিটি বুথে থাকছে ওয়েবকাস্টিং ও সিসি ক্যামেরার নজরদারি। ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রেও জারি হয়েছে কড়া নিষেধাজ্ঞা।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার হিড়িক আর প্রচারের পারদ চড়তেই সক্রিয়তা বাড়াল কমিশন। আদর্শ আচরণবিধি ঠিকঠাক মানা হচ্ছে কি না, তা সরেজমিনে যাচাই করতেই সিইও-র এই ঝটিকা সফর।

কোথায় খামতি রয়েছে, তা দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়াই তাঁর মূল লক্ষ্য। সব মিলিয়ে ভোটের আগে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে রাজ্যকে মুড়ে ফেলতে চাইছে কমিশন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 04-04-2026 14:53 Page 3

জলপথে ভারতের হাতে এল এই শক্তি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতায় বড় মাইলফলক হতে চলেছে নতুন পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন আইএনএস অরিধমানের অন্তর্ভুক্তি। শুক্রবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় ইঙ্গিত দেন এই শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজের আসন্ন উদ্বোধন নিয়ে। তিনি লেখেন, তএটা শুধু একটি শব্দ নয়, এটা শক্তি;'অরিধমান'! সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত এই সাবমেরিন ইতিমধ্যেই শেষ পর্যায়ের পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। খুব শিগগিরই এটি ভারতীয় নৌসেনাহ হাতে তুলে দেওয়া হবে। এর আগে ২০১৬ সালে আইএনএস আরিহান্ট এবং ২০২৪ সালের আগস্টে আইএনএস অরিঘাত ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এখন বিশাখাপত্তনম সফরে রয়েছেন, যা ভারতের পারমাণবিক সাবমেরিন বহরের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। আইএনএস অরিধমান প্রায় ৭,০০০ টন ওজনের, যা তার আগের সাবমেনিরগুলির তুলনায় কিছুটা বড়। এতে উন্নত ডিজাইন ব্যবহার করা হয়েছে, যা সাবমেরিনের গোপনীয়তা ও শব্দহীন চলাচলের ক্ষমতা বাড়ায়। এটি ৮৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি উন্নত প্রেসারাইজড ওয়াটার রিয়্যাক্টর দ্বারা চালিত, যা তৈরি করেছে ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টার। অস্ত্র ক্ষমতার দিক থেকেও এই সাবমেরিন এক বড় উন্নতি। এখানে রয়েছে ৮টি ভার্টিক্যাল লঞ্চ টিউব। এর ফলে এটি ৩,৫০০ কিমি পাল্লার মিসাইল বা ৭৫০ কিমি পাল্লার মিসাইল বহন করতে সক্ষম। এই ক্ষমতা ভারতের সমুদ্রের পারমাণবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সাবমেরিন যুক্ত হওয়ার ফলে ভারত নিজের উপকূলে শক্তিকে আরও বাড়িয়ে নিল। অর্থাৎ, সবসময় অন্তত একটি পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত সাবমেরিন সমুদ্রে টহল দেবে, যা শত্রুপক্ষের জন্য বড় প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করবে।যদি শত্রুপক্ষ প্রথম আঘাতে স্থলভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি বা বিমানঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়, তবুও সমুদ্রের গভীরে থাকা এই সাবমেরিনগুলি অদৃশ্য থেকে পাল্টা আঘাত হানতে সক্ষম।

ফলে সম্ভাব্য আক্রমণকারীর জন্য তা বড় সম্ভাবনা তৈরি করে এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা কমায়।বর্তমানে ভারতের কাছে দুটি সাবমেরিন রয়েছে। এটি যুক্ত হলে এই সংখ্যা তিনে পৌঁছাবে। পাশাপাশি, আরও একটি নতুন সাবমেরিন তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে, যা ভবিষ্যতে এই বহরকে আরও শক্তিশালী করবে। সব মিলিয়ে আইএনএস অরিধমান শুধু একটি সাবমেরিন নয়, এটি ভারতের কৌশলগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, যা দেশের নিরাপত্তাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা

কোন ঋতুতে কেমন কাপড় পরবেন ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সারা বছর আরামদায়ক থাকতে হলে ঋতু অনুযায়ী সঠিক কাপড় বেছে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গরম, বর্ষা আর শীত-প্রতিটি ঋতুর জন্য আলাদা ধরনের ফ্যাব্রিক দরকার। ভুল কাপড় পরলে শুধু অস্বস্তিই নয়, শরীরেও সমস্যা হতে পারে।গরমে সবচেয়ে দরকার এমন কাপড় যা হালকা এবং সহজে বাতাস চলাচল করতে দেয়। সুতি, লিনেন, রেয়ন-এই ধরনের কাপড় সবচেয়ে ভাল। এগুলো ঘাম শুষে নেয় এবং শরীর ঠান্ডা রাখে। টাইট বা আঁটসাঁট পোশাক এড়িয়ে ঢিলেঢালা জামা পরা ভাল। হালকা রং যেমন সাদা, হালকা নীল বা প্যাস্টেল শেড গরমে বেশি আরাম দেয় কারণ এগুলো সূর্যের তাপ কম শোষে।বর্ষায় বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে, আর কাপড় ভিজে গেলে শুকাতে সময় লাগে। তাই এমন ফ্যাব্রিক বেছে নেওয়া উচিত, যা দ্রুত শুকিয়ে যায়। পলিয়েস্টার, নাইলন বা কটন-ব্লেন্ড এই সময়ের জন্য ভাল। খুব ভারী বা পুরো সুতি কাপড় এড়িয়ে চলাই ভাল, কারণ ভিজলে তা অনেকক্ষণ ভেজা থাকে। এছাড়া ছোট বা হালকা পোশাক পরলে চলাফেরাও সহজ হয়। খুব লম্বা পোশাক বা ঢেউ খেলানো জামা বর্ষায় অসুবিধা বাড়াতে পারে।শীতে শরীর গরম রাখা সবচেয়ে জরুরি। তাই মোটা ও উষ্ণ কাপড় বেছে নিতে হবে। উল, ফ্লিস, ফ্ল্যানেল বা ভেলভেট এই সময়ের জন্য উপযুক্ত। শীতে 'লেয়ারিং' বা একাধিক স্তরে পোশাক পরা খুব কার্যকর। যেমন ভিতরে পাতলা জামা, তার ওপর সোয়েটার বা জ্যাকেট। এতে শরীরের তাপ ধরে রাখা সহজ হয় এবং ঠান্ডা থেকে সুরক্ষা মেলে।প্রতিটি ঋতুর জন্য আলাদা কাপড় বেছে নেওয়াই শ্রেয়।

গরমে হালকা ও ঠান্ডা রাখে এমন কাপড়, বর্ষায় দ্রুত শুকোয় এমন ফ্যাব্রিক এবং শীতে উষ্ণ রাখে এমন পোশাক-এই নিয়ম মানলে সারা বছরই আরামে থাকা যায়। সঠিক কাপড় শুধু আপনার লুকই ভাল করে না, বরং স্বাস্থ্যের দিকেও খেয়াল রাখে।

বিরাট বিপদে ইজরায়েল !

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ গত বৃহস্পতিবার, ২রা এপ্রিল, এক টেলিভিশন ভাষণে ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি এক চাঞ্চল্যকর ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানান, আনসারুল্লাহ বাহিনী অধিকৃত জাফা শহরে ইজরায়েলের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে একাধিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সামরিক অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযানটি ইরাক, ইরান, প্যালেস্তাইন এবং লেবাননের প্রতিরোধ ফ্রন্টগুলোর প্রতি সমর্থন প্রকাশের অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়েছে বলে তিনি নিশ্চিত করেন। ইয়াহিয়া সারি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এই অপারেশনটি ইরান এবং লেবাননের হিজবুল্লাহর 'মুজাহিদিন ভাইদের' সাথে পূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি সফলভাবে তার লক্ষ্য অর্জন করেছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, এই 'ব্যতিক্রমী ও গুরুত্বপূর্ণ' যুদ্ধে আনসারুল্লাহর অংশগ্রহণ ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি এখানেই থেমে থাকবে না। ইজরায়েল যদি উত্তেজনা বৃদ্ধির পথ বেছে নেয় তবে আনসারুল্লাহও সেভাবেই কঠোর জবাব দেবে, আর যদি তারা পিছু হটে তবে পরিস্থিতির ভিন্ন মূল্যায়ন করা হবে। পশ্চিম এশিয়ায় ইরান-সমর্থিত 'প্রতিরোধের অক্ষ' বা 'অ্যাক্সিস অফ রেজিস্ট্যান্স'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কয়েক দিন পরই আনসারুল্লাহর পক্ষ থেকে এই হামলা চালানো হল। উল্লেখ্য যে, গত মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল যৌথভাবে ইরানের ওপর দ্বিতীয় দফায় বড় ধরনের আগ্রাসন চালানোর পর হিজবুল্লাহ এবং ইরাকের পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস (পিএমএফ) সরাসরি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। গাজায় যুদ্ধবিরতির শর্ত পূরণ হওয়ায় আনসারুল্লাহ গত কয়েক মাস লোহিত সাগরে তাদের অভিযান স্থগিত রেখে ছিল, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশ্লেষকদের মতে, ইরান এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধে মার্কিন-ইজরায়েল যুদ্ধে আনসারুল্লাহর এই অংশগ্রহণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়। বিশেষ করে ইরান যদি হরমুজ প্রণালী অবরোধ করে রাখে এবং একই সাথে আনসারুল্লাহ লোহিত সাগর ও বাব আল-মান্দাব প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে, তবে তা হবে একটি কৌশলগত গেম-চেঞ্জার। এটি ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহু প্রশাসনের জন্য এমন এক চাপের সৃষ্টি করতে পারে যা তাদের যুদ্ধের ময়দানে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতে পারে।একই দিন সন্ধ্যায় আনসারুল্লাহর নেতা আব্দুল মালিক আল-হুথি এক টেলিভিশন ভাষণে ইরানের 'শক্তিশালী ও অবিচল' সামরিক অভিযানের প্রশংসা করেন। তিনি দাবি করেন, এই প্রতিরোধের ফলে ওই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো ধ্বংস হয়েছে এবং ইজরায়েলের সামরিক সক্ষমতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও স্বীকার করেছে। আল-হুথি পশ্চিম সংবাদমাধ্যমগুলোর সমালোচনা করে বলেন, তারা প্রতিরোধের এই সংগ্রামকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে এবং অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াই কেবল ইরান, লেবানন বা প্যালেস্তাইনের একক লড়াই নয়, এটি আমাদের সকলের সম্মিলিত অস্তিত্বের সংগ্রাম। প্যালেস্তাইনের যোদ্ধারা কেবল ইরানের স্বার্থে লড়ছে;এমন প্রচারণাকে তিনি অপপ্রচার হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই সংকটময় মুহূর্তে প্রতিরোধের অক্ষের ঐক্যই সবচেয়ে বড় শক্তি। বিভেদ সৃষ্টির যে কোনো অপচেষ্টা রুখে দিয়ে ন্যায়বিচার ও সত্যের পথে অবিচল থাকাই হবে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত নস্যাৎ করার চাবিকাঠি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 04-04-2026 14:53 Page 4

প্রচারে কর্মী-সমর্থকদের আপ্যায়ন স্বপ্নার

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে এখন জমজমাট নির্বাচনী প্রচার চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন তিনি। কখনও চা বাগানের মেঠো পথে শিশুদের সঙ্গে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে, আবার কখনও কচিকাঁচাদের সঙ্গে ভলিবল খেলতেও দেখা যাচ্ছে তাঁকে;যা সাধারণত প্রার্থীদের প্রচারে দেখা যায় ।তবে এবার স্বপ্না বর্মন একটু ভিন্ন পথে হেঁটেছেন। প্রচারের অংশ হিসেবে তিনি সরাসরি পৌঁছে গেছেন মানুষের রান্নাঘরে। সেখানেই গিয়ে নিজে চা বানিয়ে কর্মী-সমর্থকদের আপ্যায়ন করেছেন। এই দৃশ্য এলাকায় বেশ সাড়া ফেলেছে। বাড়ির গৃহকর্ত্রীও এতে খুব খুশি হয়েছেন ।স্বপ্না বর্মন জানিয়েছেন, তাঁর প্রচারে ভালোই সাড়া মিলছে। অন্যান্য প্রার্থীদের সঙ্গে সমানতালে লড়াই করে তিনি এগিয়ে চলেছেন। প্রতিদিন সকালেই ব্রেকফাস্ট সেরে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন প্রচারে। লক্ষ্য একটাই;৪০ হাজার ভোটে জয় নিশ্চিত করা ।সম্প্রতি তাঁর সমর্থনে প্রচারে এসে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০ হাজার

ভোটে জয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেন। সেই লক্ষ্য পূরণে মরিয়া হয়ে কাজ করছেন স্বপ্না ।সোনার বাংলার সোনার মেয়ে স্বপ্না বর্মন উত্তরবঙ্গের রাজগঞ্জের মাটির গন্ধে বড় হয়ে উঠেছেন। তাই নিজেকে তিনি এলাকার ঘরের মেয়ে হিসেবেই তুলে ধরছেন। মানুষের কাছে গিয়ে তিনি বলছেন, সুখে-দুঃখে সবসময় পাশে থাকবেন এবং এলাকার মানুষের সমস্যা ও দাবি সরকারের কাছে তুলে ধরাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ।সব মিলিয়ে রাজগঞ্জে স্বপ্না বর্মনের প্রচার এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। তবে শেষ পর্যন্ত মানুষের রায়ই ঠিক করবে, চতুর্থবারের জন্য এই কেন্দ্রে ঘাসফুল ফুটবে কি না।

খণ্ডঘোষের জয়েন্ট বিডিওকে সাসপেন্ড করল কমিশন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে খণ্ডঘোষের জয়েন্ট বিডিও তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার জ্যোৎস্না খাতুনকে নির্বাচন কমিশন সাসপেন্ড করেছে। কমিশনের নির্দেশ, তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হবে। অভিযোগ, জ্যোৎস্না খাতুন প্রকাশ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করেছিলেন, যা নির্বাচনকালীন প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার জন্য গুরুতর লঙ্ঘন হিসেবে ধরা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা মেলেছে বলে জানিয়েছে কমিশন ।নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা, ভোট পরিচালনায় যুক্ত সমস্ত আধিকারিকদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে এবং কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কমিশন প্রশাসনের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব

পুনঃপ্রমাণ করতে চাচ্ছে ।এর আগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট ৮৩ জন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার বদলি করা হয়। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই বদলি কার্যকর হয়। নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, একটি নির্দিষ্ট ক্রমিক নম্বরের আধিকারিকদের বাদ দিয়ে বাকি ৮৩ জনের বদলি করা হয়েছে। বদলির আওতায় এসেছে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূমসহ প্রায় সব জেলা ।নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, দীর্ঘদিন একই জায়গায় কর্মরত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বদলি করা হয় যাতে ভোট প্রক্রিয়ায় প্রভাব না পড়ে। এই ধরনের পদক্ষেপ নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

অধীরের প্রচারে উত্তেজনা, তৃণমূল-কংগ্রেস সংঘর্ষ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বহরমপুরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে শনিবার সকালে কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীর ভোটপ্রচারে উত্তেজনা । অভিযোগ, প্রচারের সময় তৃণমূলের একদল যুবক বাধা দেয়। ফলে কংগ্রেস ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে এবং অধীর চৌধুরীকে সরিয়ে নিয়ে যায় ।কংগ্রেসের দাবি, অধীর চৌধুরী এলাকায় ভোটপ্রচারে যাবেন, তা জেনে তৃণমূল কাউন্সিলরের নেতৃত্বে যুবকরা ওই এলাকায় জড়ো হয়। কংগ্রেস কর্মীরা পৌঁছনোর পরই গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়। পাল্টা কংগ্রেস কর্মীরাও স্লোগান দিতে শুরু করলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে কোনও গম্ভীর আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি, তবে স্থানীয় পরিস্থিতি আপাতত উত্তপ্ত ।এই ঘটনার পর অধীর

চৌধুরী তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের কুকুরের বাচ্চা বলে আক্রমণ করেন। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আমি মানুষের কাছে প্রচারে এসেছি। ওরা ভয় পাচ্ছে। মারলে পিষে দেব ।অপরদিকে, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ভীষ্মদেব কর্মকার বলেন, তৃণমূল নেতা-কর্মীরা নিয়মিত পাড়ায় বের হন। আজ দেখলাম কংগ্রেস প্রার্থী বহিরাগতদের নিয়ে মিছিল করছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়েছে। লোকজনও গো ব্যাক স্লোগান দিয়েছে। তাই অধীর চৌধুরী উল্টো পথে চলে গেছেন। অধীর চৌধুরী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ইউসুফ পাঠানের কাছে প্রায় ৮৫ হাজার ভোটে হেরেছিলেন। দীর্ঘ ৩০ বছর পর এই বিধানসভা নির্বাচনে তিনি আবার ভোটযুদ্ধে নেমেছেন। ছাব্বিশের নির্বাচনে হারানো জমি ফিরে পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে অধীরবাবু প্রচার করছেন।

লোকালয়ে হাতির তাণ্ডব, আতঙ্ক

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ মরাঘাটের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আবারও লোকালয়ে ঢুকে পড়ল চারটি বুনো হাতির একটি দল। দুরামারির শালবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় রাতভর দাপিয়ে বেড়ায় হাতিগুলো।

চানাডিপা, উত্তর শালবাড়ি, দক্ষিণ শালবাড়ি আর জুগিপাড়া-সহ একাধিক পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় তাদের। ফলে পুরো রাতটাই আতঙ্কে কাটান এলাকাবাসী ।স্থানীয়দের কথায়, হাতিগুলো এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় এবং বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও সামনে এসেছে। পাড়ার একাধিক সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে হাতির ছবি, যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গ্রাম এলাকায় ঢুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাতির দল। ধুমপাড়া এলাকাতেও তাদের দাপাদাপি লক্ষ্য করা যায়। এদিকে, হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকটি বাড়ি। নিলি বেগমের বাড়িতে হানা দেয় হাতির দল। পাশাপাশি পাড়ার আরও একটি বাড়িতেও ভাঙচুর চালায় তারা। এতে দুটি ঘরের চাল ভেঙে যায় বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা শাকিলা জেসমিন বলেন,বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আমরা খুব আতঙ্কে ছিলাম। হাতিগুলো অনেক বড় বড়, প্রায়ই এখন আমাদের এখানে চলে আসছে; আগে আসত না।

আমার বাড়ির সামনে দিয়েও হাতির দল চলে গেছে, আমরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ।পরে দুরামারির জুগিপাড়া দিয়ে হাতির দলটি নুন খাওয়ার দিকে যায় এবং সেখান থেকে পশ্চিম খয়েরকাটা হয়ে নাথুয়া হাটের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

এই বিষয়ে কেয়ার টিমের সদস্য তপন রায় জানান, উত্তর নুন খাওয়া এলাকা থেকে খবর পেয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তবে ততক্ষণে হাতির দলটি পশ্চিম খয়েরকাটা এলাকায় চলে গিয়েছিল।

এরপর তারা হাতির দলটিকে নিরাপদে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হন ।তিনি আরও বলেন, স্থানীয়দের বারবার সতর্ক করা হয়েছে যাতে কেউ হাতির কাছে না যান এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন ।ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়ালেও, আপাতত হাতির দলটি জঙ্গলে ফিরে যাওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে এলাকায়।

আরজিকর লিফট বিপর্যয়ে সিআইএসএফকে তলব লালবাজারের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের আবহে চাঞ্চল্য ছড়ানো আর জি করের লিফট মৃত্যুকাণ্ডে তদন্তে গতি আনতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল লালবাজার। ঘটনার সময় উপস্থিত সিআইএসএফ-এর জওয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। নাগেরবাজারের বাসিন্দা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় লিফট ও দেওয়ালের মাঝে পিষে যাওয়ার অভিযোগ সামনে আসে। এই ঘটনার সময় আর জি কর হাসপাতালে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ জওয়ানদের ভূমিকা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে সিআইএসএফ কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠিয়েছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। এখন তাদের উত্তরের অপেক্ষায় তদন্তকারীরা ।অন্যদিকে, ঘটনার দিন ডিউটিতে থাকা আর জি কর ফাঁড়ির আটজন পুলিশকর্মী ও আধিকারিককে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁদের দায়িত্ব, অবস্থান এবং ঘটনাকালীন পদক্ষেপ নিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি লিফট বিপর্যয়ের ঘটনায় গ্রেফতার তিন লিফটম্যানকে শুক্রবার শিয়ালদহ আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। মৃত অরূপের বাবার অভিযোগ এই মামলায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাঁর দাবি, লিফটের ভিতর থেকে ছেলে ও পুত্রবধূর আর্তনাদ শুনে তিনি উপস্থিত সিআইএসএফ জওয়ানদের বেসমেন্টের তালা ভাঙার অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, অস্ত্র ও বুট থাকা সত্ত্বেও জওয়ানরা সেই পদক্ষেপ নেননি, যা করলে হয়তো তাঁর ছেলের প্রাণ বাঁচানো যেত ।যদিও সিআইএসএফ-এর দায়িত্ব মূলত হাসপাতালের বাইরের নিরাপত্তায় সীমাবদ্ধ, তবুও জরুরি পরিস্থিতিতে তাঁদের হস্তক্ষেপের নিয়ম ও সীমা কী;সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 04-04-2026 14:53 Page 5

বোঙা হাতি—ঘোড়ার দেশ

বোঙা হাতি আর বোঙা ঘোড়ার গ্রাম। বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার অন্তর্গত গ্রাম পাঁচমুড়া। বিষ্ণুপুর বেড়াতে গিয়ে পোড়ামাটির সামগ্রী দেখেছি ঢালাও। হার—দুল, হাতি—ঘোড়া, হাঁড়িপাতিল— উজ্জ্বল কষায় রঙ। কখনো বা কালো। কিন্তু সেগুলোর উৎস এই গ্রামটিকে দেখা হয়নি আগে। এবারে বন্ধুবান্ধব মিলে হাজিরা দিলাম গ্রামটির আঙিনায়। আগে থেকে পরিকল্পনা ছিল না। উঠল বাই তো পাঁচমুড়া যাই— বলে বেরিয়ে পড়া।বিষ্ণুপুর টাউন থেকে ২০—২২ কিলোমিটার দূরে এই গ্রাম।

বোঙা হাতি আর বোঙা ঘোড়ার গ্রাম। বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার অন্তর্গত গ্রাম পাঁচমুড়া। বিষ্ণুপুর বেড়াতে গিয়ে পোড়ামাটির সামগ্রী দেখেছি ঢালাও। হার-দুল, হাতি-ঘোড়া, হাঁড়িপাতিল-- উজ্জ্বল কষায় রঙ। কখনো বা কালো। কিন্তু সেগুলোর উৎস এই গ্রামটিকে দেখ া হয়নি আগে। এবারে বন্ধুবান্ধব মিলে হাজিরা দিলাম গ্রামটির আঙিনায়। আগে থেকে পরিকল্পনা ছিল না। উঠল বাই তো পাঁচমুড়া যাই-- বলে বেরিয়ে পড়া।বিষ্ণুপুর টাউন থেকে ২০-২২ কিলোমিটার দূরে এই গ্রাম। গাড়িতে ঘন্টাখানেকের রাস্তা। সে রাস্তায় পেরোতে হবে ঘন নিবিড় শালবন, সোনাঝুরি গাছের সারি। এদিক-ওদিক সতর্কতা, হাতির পাল আসতে পারে। মাঝেমাঝেই পথ আটকাবে মহিষের দল। আর বুড়ো জিরজিরে শরীরের সাঁওতাল ছড়ি বাগিয়ে তাড়াতে থাকবে তাদের। এছাড়া, বাকি সব নিঝুম, শান্ত। পাঁচমুড়া নামের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি বলতে ছিল, রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'। তবে সে তো গ্রাম নয়। পাহাড়। আর তার পাশেই শ্যামলী নদী। এখানে তেমন কোনো নদীও নেই। কিন্তু তাতে কী? পাঁচমুড়া নিয়ে ততক্ষণে তুঙ্গে ছুটেছে কল্পনা। যেতে-যেতে কেবলি মনে হচ্ছে, আশ্চর্য জেলা এই বাঁকুড়া। এর উত্তর, উত্তরপূর্ব দিক নিচু, উর্বর। আর পশ্চিমদিক ক্রমশ উঁচু হয়ে জন্ম দিয়েছে বিহারিনাথের। সুজলা সুফলা বাংলাদেশ হঠাৎ 'ভৈরবীবেশ' নিয়েছে তার পশ্চিম উপান্তে। বাঁকুড়াই যেন সেই রূপ পরিবর্তনের সাক্ষী। হঠাৎ হৈহৈ শব্দে চমকে উঠলাম। ডানদিকে একটা বিশাল মাঠে ফুটবল ম্যাচ। তা দেখতে উপচে পড়েছে রাজ্যের লোক। চা, চানাচুর বিক্রি হচ্ছে।

সেখান থেকে বাঁদিকে সোজা গিয়েই পাঁচমুড়া গ্রামের কুম্ভকার-পাড়া। গাড়ি থেকে নামতেই এদিক-ওদিক বাড়িগুলি থেকে ডাক শুনলাম। এদিকে এসো গো দিদিরা... পাঁচমুড়ায় পোড়ামাটির সামগ্রী কিনতে শহর থেকে লোকজন আসে। গ্রামের গহন থেকে শহরে পাড়ি দেয় পাঁচমুড়ার শিল্প। আমাদের দেখেও তারা তেমনি কিছু ভাবলেন। কিন্তু, আমরা যে শুধু দেখতেই এসেছি। ঃ;আমাদের পকেটগুলো তো একেকটা মহাশূন্য।প্রথমে গেলাম, উমা কুম্ভকারের দাওয়ায়। রূপকথার গল্পে যেমন থাকত, রাজার বিপুল সম্পত্তির কথা। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। এখানে গেলে হঠাৎ তেমনি মনে হবে। উঠোনে সার দিয়ে দাঁড়ানো হাতি, ঘোড়া। তাদের গা থেকে ঠিকরে পড়ছে লাল আলো। কী অপূর্ব তার চেহারা। কেউ কেউ তো ঠিক এক মানুষ লম্বা। না জানি কত দিন-রাত এক করে তৈরি হওয়া। দেখে মনে হয়, ক্ষণিকের বিশ্রাম নিতে দাঁড়িয়েছে। একটু পরেই ফের দৌড় দেবে ঘোড়ার দল। আর হাতিও এগোবে শুঁড় দুলিয়ে। এই ঘোড়াগুলির শরীর খানিক ছোটো। কিন্তু বিপুল লম্বা চার-পা। জানা গেল, মোট ৮০ঘর কুম্ভকার বর্তমানে রয়েছেন সেই গ্রামে। তবে, তারা সবাই যে আজও পোড়ামাটির মূর্তি তৈরি করেন, এমন নয়। বিষ্ণুপুরের এই ঘোড়াগুলি বা হাতিগুলির নাম 'বোঙা ঘোড়া' বা 'বোঙা হাতি'।

বাঁকুড়ায় পাঁচমুড়া ছাড়া, রাজাগ্রাম, হামিরপুর আর সোনামুখিতে তৈরি হয় পোড়ামাটির মূর্তি। তবে, পাঁচমুড়ার কারিগরদের কাছে সেইসব গ্রামের হাতিঘোড়াগুলি খুব একটা দর পায় না। এই গ্রামের বোঙা ঘোড়ার অঙ্গসৌষ্ঠব সত্যিই দেখার মতো।আর দেখার মতো মনসার চালা। এখনকার থ্রি-ডি টেকনোলজি হার মানবে এই সুপ্রাচীন শিল্পটির কাছে। উমা কর্মকারের উঠোন পেরিয়ে গেলাম ৭০-বছরের বৃদ্ধ ধীরেন কর্মকারের বাড়ি। কানে শুনতে পান না। কিন্তু হাত আজও অচল নয়। দিব্বি বানিয়ে চলেছেন বোঙা হাতি ও ঘোড়া। কখনো চারমুখো ইয়াবড়ো হাতি। একচালার সপরিবার দুর্গা। ড্যাবাড্যাবা চোখের পেঁচা। এছাড়া সাপ, ব্যাঙ, বিড়াল, কুকুর। অপ্সরা গোছের মাটির মহিলা। নৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো সুন্দরী রমণী। পালকিবাহক সহ আস্ত পালকি। সে এক আজব দেশ, আজব জগৎ। নড়ে না, চড়ে না। কিন্তু ঘর আলো করে থাকা সেসব মূর্তিরা যেন সব বোঝে।বিশুদ্ধ এঁটেল মাটিতে তৈরি হওয়া এসব মূর্তি। প্রায় তিন-চার ফুট মাটি খুঁড়লে তবে এই মাটির নাগাল মেলে। আর, সে মাটি চেনে একমাত্র কুম্ভকার। কেমন একটা ভয় হল। মাটি কই আর? সব মাটি বুজিয়ে আমরা তো কংক্রিট করতে লেগেছি। আর ক'বছর পরে, মিলবে তো বিশুদ্ধ এঁটেল মাটি? নভেম্বরের অন্তিম সপ্তাহে কলকাতায় ফ্যান ঘুরলেও, পাঁচমুড়ায় শীত। তাই সন্ধের শুরুতেই বেশ নিঝুম হয়ে আসতে লাগল চারপাশ। লাল রঙের রাস্তার ধারে সুমনের বাড়ি। সুমন পড়ে ক্লাস সেভেনে। তার দিদি শিল্পা পড়ে টেনে। ভাইবোন দুজনেরই শেখা হয়ে গেছে পোড়ামাটির কাজ। ওদের সাথেই আমরা গেলাম ভাটি দেখতে। শিল্পার মা, শালপাতায় ভরিয়ে বড়ো করে তুলছে আগুন। তারপর সেখানেই আস্তে আস্তে পুড়ে লাল হবে হাতি, ঘোড়ার দল। আগুন হতেই সময় নেবে প্রায় ৪-৫ ঘন্টা। তারপর শুরু হবে পোড়ানোর কাজ।পাশে রয়েছে মনসার থান। সেখ ানে রাশি রাশি হাতি ঘোড়া গড়াগড়ি খ াচ্ছে। মনে পড়ল, রাঢ়দেশে রীতি তো এমনই।

ধর্মঠাকুরের কাছে বা মনসার কাছে গ্রামের মানুষ হাতি, ঘোড়া মানত করে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে, সেগুলো ঈশ্বরের চরণে যায়। মূলত এই ধর্মীয় আচারটির জন্যই পোড়ামাটির পশু নির্মিত হত আগে। আজ তা বিশ্ববাজারের সামগ্রী ঠিকই। তবে সেই পরম্পরাটি বন্ধ হয়নি। পাঁচমুড়া গ্রামে অবশ্য মূলত মনসার কাছেই প্রার্থনা জানায় মানুষ।অন্ধকার হয়ে আসছিল। আমাদের ফিরতে হবে। শিল্পা আর সুমনকে টাটা করে আমরা গাড়িতে উঠলাম। ফিরছি। আবার সেই শালবনের অন্ধকার। আমাদের মুখে তখ ন একটিও শব্দ নেই। চোখ বুজে আছি। আর পোড়ামাটির উজ্জ্বল রঙে দুচোখ যেন ধাঁধিয়ে উঠছে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।